ইবিতে ছাত্রী নির্যাতন, শোকজের জবাব দেননি ছাত্রলীগ নেত্রীসহ ৩ অভিযুক্ত

যুগান্তর

ইবিতে ছাত্রী নির্যাতন, শোকজের জবাব দেননি ছাত্রলীগ নেত্রীসহ ৩ অভিযুক্ত

ইবি প্রতিনিধি

১৫ মার্চ ২০২৩, ২৩:০৫:০৮ | অনলাইন সংস্করণ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী নির্যাতনের ঘটনায় শোকজের জবাব দেননি ছাত্রলীগ নেত্রীসহ তিন অভিযুক্ত। বুধবার অফিস সময় শেষ হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্ত পাঁচজনের মধ্যে তাবাসসুম ইসলাম ও মোয়াবিয়া জাহান শোকজের জবাব দিয়েছেন।

তবে ছাত্রলীগ নেত্রী সানজিদা চৌধুরী অন্তরা, হালিমা আক্তার উর্মী ও ইসরাত জাহান মিম নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শোকজের জবাব দেননি বলে জানা গেছে।

এদিকে তারা জবাব না দিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে সময় বৃদ্ধির আবেদন করেছেন বলে জানিয়েছে একাডেমিক ও রেজিস্ট্রার অফিস সূত্র।

উচ্চ আদালতের নির্দেশে গত ৪ মার্চ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) দেশরত্ন শেখ হাসিনা হলে ছাত্রী নির্যাতনে অভিযুক্ত পাঁচ ছাত্রীকে সাময়িক বহিষ্কার করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। একইসঙ্গে অভিযুক্ত পাঁচ ছাত্রীকে কেন স্থায়ী বহিষ্কার করা হবে না এ মর্মে কারণ দর্শানোর

নোটিশ দেওয়া হয় তাদের। সময় বেঁধে দেওয়া হয় সাত কার্যদিবস।

অভিযুক্তদের কারণ দর্শানোর নোটিশ পর্যালোচনা করে সিন্ডিকেটে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। প্রশাসন কর্তৃক প্রদত্ত নির্ধারিত সময় শেষ হয়েছে ১৫ মার্চ বুধবার।

এর আগে ৪ মার্চ ভিসির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শৃঙ্খলা কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয় কর্তৃপক্ষ। এছাড়াও তাদের একাডেমিক সব কার্যক্রম থেকে অব্যাহতি ও এর আগে ২৭ ফেব্রুয়ারি হলের আবাসিকতা বাতিলও করা হয়।

রেজিস্ট্রার দপ্তর সূত্র জানায়- তাবাসসুম ইসলাম ও মোয়াবিয়া জাহান ১১ মার্চ শোকজের জবাব দিয়েছেন। তবে অন্তরা, উর্মী ও মীম শোকজের কোনো জবাব দেয়নি। তারা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে সময় বৃদ্ধির আবেদন জানিয়েছেন। অন্তরা ও মীম ২০ মার্চ সোমবার এবং উর্মী ২২ মার্চ বুধবার পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির আবেদন করেছেন। একই সঙ্গে তারা আবেদনে কর্তৃপক্ষের কাছে তদন্ত প্রতিবেদনের কপি ও হাইকোর্টের নির্দেশনার নকল কপি চেয়েছেন।

এর আগে ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি চেয়ে গত ৬ মার্চ উপাচার্য বরাবর আবেদন করেছেন তাবাসসুম ইসলাম ও মুয়াবিয়া জাহান। তারা উভয়ই আগামী ১৮ মার্চ তাদের প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সেমিস্টার পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে বলে বিভাগীয় সূত্রে জানা গেছে।

এদিকে ৬ মার্চ পরীক্ষার অনুমতি চেয়ে আবেদনের প্রেক্ষিতে অনুমতি না পাওয়ায় রোববার ১২ মার্চ তাবাসসুম ইসলাম বিভাগীয় সভাপতি ড. বখতিয়ার হোসেন বরাবর ঝিনাইদহ জজকোর্টের আইনজীবী মোজাম্মেল হোসেনের মাধ্যমে নোটিশ পাঠিয়েছেন।

বিভাগের সভাপতি ড. বখতিয়ার হাসান বলেন, বহিষ্কারাদেশে তাদের দুইজনের (তাবাসসুম ও মুয়াবিয়া) একাডেমিক কার্যক্রম থেকে অব্যাহতি দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। তবে এর মধ্যে একজন উকিল নোটিশ পাঠিয়েছেন। নোটিশে তার আইনজীবী জানিয়েছেন- তার মক্কেলকে (তাবাসসুম) পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ না দিলে আইনি ব্যবস্থা নেবেন। আমি নোটিস সংযুক্ত করে রেজিস্ট্রার বরাবর চিঠি পাঠিয়ে তার পরীক্ষা গ্রহণের বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত প্রদানের অনুরোধ জানিয়েছি। তবে আমাকে এখনো এ ব্যাপারে কিছু জানানো হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) এইচ এম আলী হাসান বলেন, সময় বাড়ানোর আবেদন ও পরীক্ষার বিষয়ে আবেদনগুলো ফাইল আকারে ভিসির কাছে পাঠানো হয়েছে। ভিসি সিদ্ধান্ত নেবেন। হাইকোর্টের ডেপুটি এটর্নি জেনারেল আমাদের বারবারই বলেছে হাইকোর্টের বিষয়টি ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। বিষয়টি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন প্রশাসকের মতামত নেওয়া হবে। আগামী দুই দিন ক্যাম্পাস বন্ধ থাকায় শনিবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

সম্পাদক : **সাইফুল আলম**, প্রকাশক : **সালমা ইসলাম**

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৩০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত

এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।

Developed by The Daily Jugantor © 2023